৩৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...15. NOV..1998 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৫ ....

নিরক্ষরতা ঘোচাতে 'উদ্ভাসিত ঝিনাইদহ'

নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য এক মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক আমিনুর রসুল। তাঁর নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে 'উদ্ভাসিত ঝিনাইদহ'।

এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঝিনাইদহের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় উর্দ্ভাসিত করা ঝিনাইদহ জেলার ৩টি থানা ও ৩টি পৌর এলাকার সোয়া লাখ অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনের লক্ষ্যে "উদ্ভাসিত ঝিনাইদহ" সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা প্রসাশন গত ১ জুলাই '৯৮ থেকে এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। এ কার্যক্রমের মেয়াদ ৯ মাস ধার্য করা হয়েছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। উদ্ভাসিত ঝিনাইদহ এর সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ হলো ঝিনাইদহ সদর থানা ও পৌর এলাকা, কালীগঞ্জ থানা ও পৌর এলাকা এবং কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর এলাকা। এ কর্মসূচী সফল করার জন্য ৪ হাজার ২শ' ৬৪টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে সদর থানায় ২ হাজার ১শ' ৮৯টি, সদর পৌরসভায় ২শ' ১০টি, কালীগঞ্জ থানায় ৯শ' ৪৫টি, পৌর সভায় ৯৮টি, কোটচাঁদপুর থানায় ৬শ' ৬২টি এবং কোটচাঁদপুর পৌর এলাকায় ১শ' ৬০টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন করে ৪ হাজার ২ শ' ৬৪ টি কেন্দ্রে ১ লাখ ২৭ হাজার ৯শ' ৪৬ জন নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করানো হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষাদানের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেক মহিলা। শিক্ষাদান কর্মসূচী তদারকির জন্য ২শ'-৮৫ জন সুপারভাইজার রয়েছে। এ ছাড়া ২৫ জন মাষ্টার ট্রেইনার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দানের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ৬টি করে হারিকেন এবং ১৮ গজ করে চট বরাদ্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের ফসল "উদ্ভাসিত ঝিনাইদহ" এর কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে জেলার ৩টি থানার প্রায় সোয়া লাখ নারী-পুরুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

এম, সাইফুল মাবুদ